মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রদ্ধার উদয় হইলে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় অবস্থাতেই স্বর্ণসিদ্ধিলাভের ইচ্ছার মত মহাজনগণের অনুবৃত্তিচেষ্টাই থাকিবে। অর্থাৎ স্বর্ণকে যেমন যত পোড়ান যায়, ততই তাহার বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকে এবং স্বর্ণপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন লইতে হয়। তেমনি যাহাদের সিদ্ধির উদয় হইয়াছে, তাহাদেরও সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য সম্পাদনের জন্য ও যাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় নাই তাহাদের সিদ্ধিলাভের জন্য মহাজনগণের অনুকূলবৃত্তি সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এস্থানে 'সিদ্ধি' শব্দে অন্তঃকরণের কামাদি দোষক্ষয়কারী পরমানন্দের পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনবরত হরিস্ফূর্ত্তিই বুঝিতে হইবে। সেই অনবরত হরিস্ফূর্ত্তি অবস্থায় নিজ প্রয়োজনসাধনের অনুকূল প্রবৃত্তিতেও কপটতা, প্রতিষ্ঠাদিময় চেষ্টার লেশও হয় না। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক মহতের অবজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধেরও উদ্গম হয় না। যাহারা সাধনের প্রথম অবস্থা হইতেই মহাজনগণ প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করে না—কিছু কিছু স্বেচ্ছাচারিতাময় আচরণ করে, তাহাদের অপরাধ উদ্গমের বহুল সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যাহারা সর্ব্ব অবস্থাতেই মহদাচরণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদের প্রকৃতি বিরোধ বলিয়া মহদমর্য্যাদাজনিত দোষ উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব, চিত্রকেতুর শ্রীমহাদেবের চরণে যে অপরাধ ঘটিয়াছিল, সেটি তাহার স্বাধীন চেষ্টান্তরের দ্বারা মহাজনানুগত ভক্তস্বভাব আচ্ছন্ন থাকায় ভগবদ্ভক্ত-তত্ত্বের অজ্ঞান জন্যই হইয়াছিল। যদিও শ্রদ্ধাবান্ জনেরও প্রারব্ধ প্রভৃতি কর্ম্মবশে বিষয়-সম্বন্ধের অনুশীলন হওয়ায়, তথাপি ভগবদ্ভক্তির বাধাজন্য যখন বিষয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়েও দৈন্যাত্মিকাভক্তি উচ্ছলিত হইয়া থাকে। কারণ প্রারব্ধকর্ম্মবশতাজন্য মনের সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্ষিণ্নমনে নিজ প্রাণবল্লভের চরণে আর্ত্তিমাখা নিবেদনই করিয়া থাকে এবং—হে নাথ! আমি নিজ ক্ষমতায় মায়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া মনটিকে তোমার চরণে উন্মুখ রাখিতে পারিতেছি না; একমাত্র তোমার কৃপাই ভরসা—এইরূপ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীএকাদশ স্কন্ধে ১১।২০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সেই সকল বিষয় ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল দুঃখময় জানিয়া মনে মনে ধিক্কারও করিয়া থাকে। এস্থলে ধিক্কার বলিতে মনস্তাপ ভোগ করা। আমার ভক্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্যমান হইয়াও তাহা দ্বারা বাধিত হয় না। এস্থলেও মনে শ্রীভগবানের চরণে দীনভাবে নিজ দুর্গতি বিজ্ঞাপন এবং তাহার কৃপা প্রার্থনা থাকে বলিয়া